কংগ্রেসের ভাবধারায় শি(ত করা হ'ত এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দলের সাংগঠনিক কাজে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করা হত।[৫] অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া নিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র রেজাউল করীম এবং তাঁর দুই বন্ধু ঈ(ের কুণ্ডু এবং রমণীমোহন দাস এবং কিছু পরে সরোজ রায়চৌধুরী মুর্শিদাবাদের সালারে চলে আসেন এবং গান্ধীবাদী জননেতা মাক্‌সুদাল হোসেনের নেতৃত্বে সালার জাতীয় স্কুলে শি(ক রূপে রাজনৈতিক জীবন শু(করেন।[৬] জাতীয় স্কুলে শি(কতা ছাড়াও চরকা আন্দোলন বা খাদি আন্দোলন গড়ে তুলে তারা ঐ এলাকার মানুষের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। অবশ্য সালার জাতীয় স্কুল দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বহরমপুর ও জঙ্গীপুরেও জাতীয় স্কুল গড়ে উঠেছিল। সরকারী স্বীকৃতি না পাওয়া এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট স্কুলগুলির অকাল মৃত্যুর কারণ। এক সময়ে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বহরমপুর জাতীয় স্কুলকে মাসিক ১০০ টাকা অনুদান দিতেন। কিন্তু মহারাজার অনুরোধ উপে(া করে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রজভূষণ গুপ্ত জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী রূপে বঙ্গীয় বিধান পরিষদের নির্বাচনে মহারাজ কুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দীর বিরূদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা করলে এই অনুদান বন্ধ হয়ে যায়।[৭]

মুর্শিদাবাদ জেলার অসহযোগ আন্দোলন মূলতঃ কিছু শহর ও গঞ্জ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঢেড়া পিটিয়ে জনসাধারণকে সর্বপ্রকার সরকারী খাজনা প্রদান না করার অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি মদ গাঁজার দোকান এবং বিলিতি কাপড় বা অন্যান্য বিদেশী দ্রব্য সামগ্রী বিত্র(য়ের দোকানে পিকেটিং, সরকারী স্কুল ও কলেজ বয়কট করা, জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ, চরকা বা খাদি আন্দোলন গড়ে তোলা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল জেলার অসহযোগ আন্দোলন। যেহেতু মুর্শিদাবাদ জেলায় অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বা ব্যাপকতা ল(্য করা যায় নি, সে কারণে জেলা প্রশাসনও ঐ আন্দোলন সম্পর্কে আদৌ উদ্বিগ্ন ছিলেন না। আন্দোলনরত কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের বি(দ্ধে কোন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা শাস্তি প্রদানের কোন প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেন নি।[৮] জেলার অসহযোগ আন্দোলন ত্র(মশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপক না হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ সাংগঠনিক দূর্বলতা ও চেতনার অভাব।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল খিলাফৎ আন্দোলন। এই জেলায় ঐ আন্দোলন গড়ে উঠলেও তা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য রূপ লাভ করেনি। তবে ঐ আন্দোলনের সমর্থনে বহরমপুরে হিন্দু-মুসলমানের একটি ঐক্যবদ্ধ মিছিল সংগঠিত হয়েছিল বলে জানা যায় এবং মিছিলের মূল আওয়াজ ছিল 'খোদাকা প্যার মহম্মদ আলি - সা(াৎ ধরম্ মহাত্মা গান্ধী।'[৯]

বহরমপুরে জাতীয় নেতৃত্ব ঃ এই জেলায় অসহযোগ আন্দোলন সেরূপ কোন সাফল্য লাভ না করলেও ত্র(মশঃ জেলা কংগ্রেসের সংগঠন ও সাংগঠনিক শক্তি(বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐ সময় প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের অনেকেই বহরমপুরে এসেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও বাসন্তী দেবী বহরমপুরে এসেছেন। ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য এই জেলা সফর করেন, যদিও তাঁর ঐ সফর জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ ও বহরমপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তহবিলে দান গ্রহণ করার জন্য বহরমপুরে দুটি জনসভাও করেছিলেন।[১০] দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু ও সরোজিনী নাইডু প্রমুখ বহরমপুরে এসেছিলেন কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে। সুভাষচন্দ্র বসু কয়েকবার এসেছিলেন এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সফর করে জেলার মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এরা সকলেই ছিলেন ব্রজভূষণ গুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আস্থাবান। প্রকৃত অর্থেই ব্রজভূষণ বাবু ১৯২০ - ৩৪ সময়কালে মুর্শিদাবাদ জেলার কংগ্রেসী রাজনীতিতে অবিসংবাদী জননেতা। কংগ্রেসের সমস্ত গোষ্ঠী রাজনীতির উর্দ্ধে। সেই কারণেই সম্ভবতঃ সুভাষচন্দ্র বসু সমকালীন রাজ্য কংগ্রেসের তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং সাংগঠনিক সঙ্কট মোচনে ব্রজভূষণ গুপ্তের সত্রি(য় সহযোগিতা প্রত্যাশা করে চিঠি লেখেন।[১১]

খাদি আন্দোলন ঃ জেলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি(ত্র(মশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বহরমপুর ছাড়াও জেলার অন্যান্য মহকুমাতেও কংগ্রেসের শাখা গড়ে ওঠে। কান্দী, সালার, জঙ্গীপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, নওদা, বেলডাঙ্গা, প্রভৃতি এলাকায় কংগ্রেসের সংগঠন ও সাংগঠনিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা ১৯৩০ - ৩২ এর আইন অমান্য আন্দোলনকে শক্তি(শালী করেছিল। এ প্রসঙ্গে রেজাউল করীমের সম্পাদনায় 'দূরবীন' পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম- স্বরাজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য খাদি আন্দোলনও গড়ে উঠতে থাকে। অবশ্য ঐ খাদি আন্দোলন, মৌমাছি পালন, তালগুড় তৈরী, গ্রামীণ পুকুর

সংস্কার, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজকর্ম জঙ্গীপুর মহকুমার সাগরদীঘি, জঙ্গীপুর, বাইন্ধ্যা,[১২] সিদ্ধিকালী প্রভৃতি এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আইন অমান্য আন্দোলন ঃ ১৯৩০ - ৩২ এর আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জেলা কংগ্রেসের কর্মতৎপরতা অধিক পরিমাণে ল(্য করা যায়। এই আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য, যা অতীতে দেখা যায় নি। জিয়াগঞ্জ, সালার, জঙ্গীপুর এবং বহরমপুর থেকে বেশ কিছু কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক তিনটি দলে বিভক্ত(হয়ে আইনঅমান্য করতে মহিষবাথানে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা আইন অমান্য করে কারাবরণও করেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আইন অমান্যের পাশাপাশি বিদেশী পণ্য বর্জন ও মাদক বিরোধী আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছিল এই জেলায়। জিয়াগঞ্জ ও বহরমপুরে সরোজিনী নাইডুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেশ কিছু মহিলা স্বেচ্ছাসেবী আইন অমান্য ও থানা ঘেরাও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তবে ১৯৩১ সালে প্রদেশ কংগ্রেস 'নো রেন্ট ক্যাম্পেন' - এর কর্মসূচী ঘোষণা করলে এ জেলায় তা সফল হয় নি। জিয়াগঞ্জের স্বেচ্ছাসেবীরা সমুদ্রের জল বহন করে নিয়ে এসে থানার সামনে প্রকাশ্য স্থানে লবণ তৈরী করার প্রয়াস চালালে পুলিশী অত্যাচারের শিকার হন ও কারাবরণ করেন। আইন অমান্য আন্দোলন জঙ্গীপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য রূপ লাভ করেছিল। সেখানকার কংগ্রেস কর্মীরা পূর্বাহ্নে(মহকুমা শাসককে নোটিশ প্রদান করে নির্দিষ্ট স্থানে দলে দলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে নিয়মিত গ্রেপ্তার বরণ করতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যেরা তাদের সদস্যপদও ত্যাগ করেন। পুলিশী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারী জিয়াগঞ্জে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনা দেখা দেয় এবং পুলিশী অত্যাচার নেমে আসে। ঐ দিনই কিরণ দুগর ও সুনীতি শেঠিয়ার নেতৃত্বে পুলিশী অত্যাচারের বি(দ্ধে পাঁচ শতাধিক মহিলার মিছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[১৩] মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের এই উত্তরোত্তর সাংগঠনিক শক্তি(বৃদ্ধির প্রে(াপটেই ১৯৩১ সালের ৫-৬ই ডিসেম্বর বহরমপুরের প্রদেশ কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হরদয়াল নাগ।[১৪] ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, সুভাষচন্দ্র বসু, সি.এফ.নরিম্যান, তুলসীচরণ গোস্বামী প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হিজলী জেলখানায় রাজবন্দীদের উপর নির্মম পুলিশী অত্যাচারের প্রে(াপটে এই অধিবেশন খুবই গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা। সি.এফ.নরিম্যান এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই হিজলীর ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। এছাড়া এই সম্মেলনে সুভাষ পন্থী বনাম সুভাষ বিরোধী শিবিরের দ্বন্দ্বও প্রকাশ্যে এসে পড়ে। সভাপতিমণ্ডলী সুভাষচন্দ্রকে বক্তৃ(তা করার কোন সুযোগই দিতে চান নি। শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকদের চাপে সভাপতিমন্ডলী সুভাষচন্দ্রকে বক্তৃ(তা করতে দিতে বাধ্য হন।[১৫]

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিলে মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষও পিছিয়ে থাকে নি। যদিও কোন ভাবেই তা মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি জেলার মতো তীব্র আকার ধারণ করেনি। মূলতঃ ১৯০৫, ১৯২০-২২ এবং ১৯৩০-৩২ এর আন্দোলনের মত যুব, ছাত্র ও বিভিন্ন পেশার কিছু মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। উল্লেখিত কোন আন্দোলনেই এই জেলায় কৃষক, শ্রমিক বা গরীব (তমজুর সামিল হন নি। জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব তা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনেও একই চেহারা ল(্য করা যায়। অর্থাৎ জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোনদিনই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী আন্দোলন একই মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি যা না হলে একটি বৃহৎ আন্দোলন প্রকৃত অর্থে গণচরিত্র লাভ করতে পারে না। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের দ(ণপন্থী চরিত্র, বামপন্থী মনোভাবাপন্ন কংগ্রেসীদের কোণঠাসা করার চেষ্টা, জনপ্রিয় সংগ্রামশীল নেতার অভাব এবং জেলার মানুষের নিম্নমুখী শি(ার হার ও চেতনার অভাব এর কারণ হিসাবে চিহ্নি(ত হতে পারে। ১৯৩৮ সালে জেলা কিষাণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে শশাঙ্ক সান্যাল উত্থাপিত বিনা খেসারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসানের প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে যায়।[১৬] জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেসী বিধায়ক শ্রী সান্যাল যখন বঙ্গীয় বিধান পরিষদে ১৯৩৭-৩৮ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নির্মম শোষণের বি(দ্ধে বারংবার মুখর হয়েছেন, তখন এই জেলার অন্য কোন বিধায়কই তাকে সমর্থন করেন নি।[১৭] পাশাপাশি বামপন্থী আন্দোলনও তখন এই জেলায় তেমন কোন দানা বাঁধেনি, যা শ্রী সান্যালের দাবীকে বাস্তবায়িত করতে পারতো। সম্ভবতঃ ১৯৪৬-৪৭ সালে কেন 'তেভাগার লড়াই' আদৌ এ জেলায় কোন দাগ কাটতে পারে নি, তার কারণ এখান থেকেই খোঁজা দরকার। পরবর্তীকালে এই জেলার বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বল ভিত্তির অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ এটাই।

ভারত-ছাড়ো আন্দোলন ঃ ১৯৪২ সালের 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষকে সামগ্রিক ভাবে প্রভাবিত করলেও এবং তার মধ্য দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা জাগরিত হলেও, তেমন কোন ধারাবাহিকতা ল(্য করা যায় নি। বহু স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলনে সামিল হয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গ্রেপ্তার ও নির্যাতিত হন। কংগ্রেস, বিপ-বী কমিউনিষ্ট পার্টি, বিপ-বী সমাজতন্ত্রী দল, ফরোয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রমুখ রাজনৈতিক দলের কর্মীগণ মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ প্রকাশ্যে

ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। জনযুদ্ধের তত্ত্বে বিশ্বাসী ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে তখন ফ্যাসীবাদ বিরোধী ইউনাইটেড ফ্রন্টের কর্মসূচী ছিল মুখ্য। ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ জেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে ৯ই সেপ্টেম্বর বহরমপুরে আন্দোলনকারী স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে তৎকালীন জেলা পুলিশের অধিকর্তা আর.সি.পোলার্ডের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনীর সংঘর্ষ, ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিঃ পোলার্ডের বি(দ্ধে ফৌজদারী মামলা এবং মামলার রায়ে মিঃ পোলার্ডের এক হাজার টাকা জরিমানা(মুর্শিদাবাদ জেলায় খাদি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র জঙ্গীপুর মহকুমার মীর্জাপুর, সিদ্ধিকালী, বাইন্ধ্যা, ধুলিয়ান, কাঞ্চনতলা প্রভৃতি এলাকার খাদি প্রতিষ্ঠানগুরি উপর প্রচণ্ড আত্র(মণ, বাজেয়াপ্ত করণ এবং তা বন্ধ করে দিয়ে কর্মীদের উপর পুলিশী নির্যাতন(আগষ্ট ১৯৪২ থেকে ১৯৪৩ সময়কালে শত্তি(পুর, রামপাড়া, খাগড়া, (কুনপুর প্রভৃতি পোষ্ট অফিস আত্র(মণ, জিয়াগঞ্জ ও বেলডাঙ্গার উদ্বাস্তু শিবির আত্র(মণ, জঙ্গীপুর, চিরোটি, আজিমগঞ্জ, নসীপুর ও বেলডাঙ্গায় রেল লাইনের (তিসাধন, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া এবং সর্বোপরি আজিমগঞ্জে ভাগীরথীর ব(সরকারী চাল বোঝাই দুটি নৌকার চাল লুণ্ঠন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঐ চাল বহরমপুর জেলখানার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হচ্ছিল। স্বেচ্ছাসেবীরা তা লুণ্ঠন করলে প্রচণ্ড সরকারী প্রতিহিংসা নেমে আসে। পিটুনী কর বসানো হয় এলাকার মানুষের উপর এবং বহু স্বেচ্ছাসেবীদের বি(দ্ধে ফৌজদারী মামলাও দায়ের করা হয়েছিল। আন্দোলনের অন্যতম নেতা কুমার সিং ছাজোর সহ দশজন আন্দোলনকারীকে জেলা আদালত ও কোলকাতা হাইকোর্ট শাস্তি প্রদান করলেও 'প্রিভি কাউন্সিল' তাদের খালাস করে দেন।[১৮] জঙ্গীপুর, রঘুনাথগঞ্জ, কান্দী প্রভৃতি এলাকায় ভারত-ছাড়ো আন্দোলন চলাকালীন আইন অমান্য করে বহু স্বেচ্ছাসেবী কারাবরণ করেন।

সশস্ত্র বিপ-বী আন্দোলন ঃ জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ-বী আন্দোলনও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছিলো। মুর্শিদাবাদ জেলায় সশস্ত্র বিপ-বী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন অনুশীলন সমিতি এবং ঐ দল থেকে আদর্শগত কারণে চলে আসা 'রিভোল্ট গ্রুপ'। যুগান্তর বা অন্য কোন সশস্ত্র বিপ-বী গোষ্ঠীর কোন কর্মকাণ্ড এ জেলায় আদৌ ছিল না। প্রকৃত অর্থে ঐ দলগুলির কোন অস্তিত্বই ছিল না মুর্শিদাবাদ জেলায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই ঢাকার বিশিষ্ট নেতা (অনুশীলন) পুলিন দাসের উদ্যোগে জনৈক শচীন ব্যানার্জী মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রেরিত হন। তিনিই জিয়াগঞ্জ নেহালিয়া এলাকায় অনুশীলন দলের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা প্রতিষ্ঠা করে কর্মীদের প্রশি(ণ দেওয়ার কাজে নিযুত্ত(হন।[১৯] কাশিমবাজারের আন্নাকালী টোল, জিয়াগঞ্জের লুটু পণ্ডিতের টোল, বহরমপুর কাদাই অঞ্চলের দেশবন্ধু লাইব্রেরী, গোরাবাজার এলাকায় বিহারীলাল ব্যায়ামাগার প্রভৃতি ছিল বিপ-বীদের গোপন আস্তানা ও শি(া শিবির। সারগাছি রামকৃষ(মিশন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছেও ত(ণ বিপ-বীরা দেশপ্রেম ও বিবেকানন্দের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী বিপ-বী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতেন।[২০] মুর্শিদাবাদ জেলায় সশস্ত্র বিপ-বী আন্দোলনের ইতিহাসে বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজ, প্রবাদপ্রতিম অধ্য(ই.এম.হুইলার এবং কয়েকজন অধ্যাপকের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা নানাভাবে ত(ণ বিপ-বীদের উৎসাহিত করতেন এবং পুলিশী আত্র(মণের হাত থেকে র(া করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে উত্তরবঙ্গ, দ(ণবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের যোগসূত্র হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলার ভৌগোলিক গু(ত্ব অপরিসীম। বহরমপুরে নানা সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বহু ছাত্র এই কলেজে ভর্তি হতেন। সেই সুযোগে দলীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন বিপ-বী গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যত্তি(গণও এই কলেজে ভর্তি হতেন এবং এখানে আসা যাওয়া করতেন, যাদের মধ্যে ঐতিহাসিক প্রাগপুর ডাকাতি অথবা কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুত্ত(ব্যত্তি(বর্গও ছিলেন। বিশিষ্ট বিপ-বী নেতা ত্রৈলোক্যনাথ চত্র(বর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, ভূপেশ নাগ প্রমুখ এই জেলায় প্রায়ই আসতেন নানা সাংগঠনিক কাজে। ১৯২৩ সালে এই উদ্দেশ্যে অনুশীলন দলের নির্দেশেই নিরঞ্জন সেনগুপ্ত বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজে ভর্তি হন। তিনিই ১৯২৫ সালে কৃষ(নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। মাষ্টারদা সূর্য সেন, শহীদ নলিনী বাগচী, নলিনা(্য সান্যাল, ত্রিদিব চৌধুরী, তারাপদ গুপ্ত, প্রমুখ বিপ-বীগণও এই কলেজে ভর্তি হন। শ্রী ভূপেশ নাগ কিছুদিন এই কলেজে অধ্যাপনার কাজেও নিযুত্ত(ছিলেন।[২১] সমকালীন বাংলার সশস্ত্র বিপ-বীদের অন্যতম রণকৌশল হিসাবে আত্মগোপন করার জন্য তারা কংগ্রেসের সদস্যপদও গ্রহণ করতেন, যদিও কংগ্রেসের অহিংস রাজনীতিতে তারা আদৌ বি(শ্বাস করতেন না। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত কিছুদিন মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সহ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলা অসংখ্য বিপ-বীদের আসা-যাওয়া ও আত্মগোপনের কেন্দ্রস্থল হলেও উল্লেখযোগ্য কোন বিপ-বী 'এ্যাকশন' এ জেলায় খুব কমই হয়েছিল। আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় নামে জনৈক গোয়েন্দা অফিসার হত্যা, ১৯৩০ সালে কান্দী মহকুমা শাসকের গৃহে বোমা নি(পের মত দু-একটি ঘটনা ছাড়া আর কিছুই

ঘটেনি এ জেলায়। গোয়েন্দা অফিসারকে হত্যার ব্যাপারে বিপ্-বী যতীন দাসকেই সন্দেহ করা হয়। যিনি বাইরে থেকে এসে এই 'এ্যাকশন' করেছিলেন। কান্দীর বোমা নি(পের ঘটনার মস্তিষ্ক হিসাবে ভরতপুরে অন্তরীণ বিপ্-বী নিখিল গুহরায়কে চিহি(ত করে পুনরায় তাঁকে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়েছিলো।[২২] মধুসূদন সেনগুপ্ত ও শিবু দাঁ ঐ ঘটনায় অভিযুক্ত(হয়ে কারাদন্ডে দন্ডিত হন।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট বিপ্-বীদ্বয় ত্রিদিব চৌধুরী এবং তারাপদ গুপ্তের মতে, যেহেতু রাজা, মহারাজা জমিদার ও নবাব অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলা ছিল একটি শান্ত এলাকা সেই জন্য পুলিশের কোপানল এড়াতে এই জেলাকে বাংলার বিপ্-বীদের গোপন ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে চিহি(ত ক'রে এই জেলাকে বিপ্-বী 'এ্যাকশন' মুক্ত(করা হয়েছিল পরিকল্পিত ভাবেই।[২৩] তবে রাজ্যের বিভিন্ন গু(ত্বপূর্ণ বিপ্-বী ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলার যুব ছাত্রদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। রাজ্যের বহু বিপ্-বী ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলার যুব কর্মীদের উপর পুলিশী হামলা কিছু কম হয় নি। বিভিন্ন শহীদদের স্মরণে জেলার যুব সমাজ নানা সভার আয়োজন করতেন। ১৯২৮ সালে তৎকালীন ডি.পি.আই. মি. স্টেপল্টনের বহরমপুর আগমন জেলার যুব ছাত্রদের প্রচণ্ড (ব্ধ করেছিল। তারা বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজিয়েট স্কুলে অনুষ্ঠিত ডি.পি.আই. এর সরকারী সমস্ত অনুষ্ঠান বয়কট করেন। 'স্টেপলটন গো ব্যাক' ধ্বনি ছাত্রদের মুখরিত করেছিল।[২৪] ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবী প্রত্যাখ্যাত হলে রাজ্যের যুব সমাজের মনে বিরূপ প্রতিত্রি(য়ার সৃষ্টি হয়। ঐ সময় কলকাতা, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকার বিপ্-বী গোষ্ঠীর মধ্যে বিপ্-বের রণকৌশল নিয়ে তীব্র মত পার্থক্য সৃষ্টি হলে মুর্শিদাবাদ জেলার অনুশীলন দলের কর্মীদের মধ্যেও তার প্রতিত্রি(য়া ল(্য করা যায়। মুক্তি(পাগল বেশ কিছু ত(ণ বিপ্-বী যারা অবিলম্বে বিভিন্ন বিপ্-বী এ্যাকশান ঘটিয়ে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্-বকে তরান্বিত করতে চেয়েছিলেন, তারাই তাদের প্রবীণ নেতৃত্বের এ্যাকশান বিমুখতার বি(দ্ধে সোচ্চার হন। 'বাংলার ত(ণদের প্রতি' প্রচার পত্র এবং তার অগ্নিবর্ষণ ত(ণ বিপ্-বীদের মনের আবেগ প্রকাশ করেছিল। এই তীব্র মত পার্থক্যই রাজ্যের বিভিন্ন বিপ্-বী দলে ভাঙ্গনের সূচনা করলে ১৯২৮ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ও তারাপদ গুপ্তের নেতৃত্বে অনুশীলন দল ভেঙে 'রিভোল্ট গ্রুপ' তৈরী হয়েছিল। ত্রিদিব চৌধুরী সহ জেলার অন্যান্য কিছু বিপ্-বী ভিন্নমত পোষণ করতেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেও ঐরূপ 'রিভোল্ট গ্রুপ' তৈরী হয়েছিল। এই 'রিভোল্ট গ্রুপ' এর সদস্যবৃন্দই ১৯২৯ সালে ঐতিহাসিক 'মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্র' করেছিলেন। বাংলার সশস্ত্র বিপ্-বী আন্দোলনের ইতিহাসে এটিই প্রথম প্রস্তাবিত সশস্ত্র বিপ্-বের প্রস্তুতি হিসাবে চিহি(ত হয়ে আছে। যদিও কলকাতা পুলিশ বাহিনী চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বে ১৯২৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তা বানচাল করে দেন। রাজ্য জুড়ে পুলিশ বিপ্-বীদের ব্যাপক ধরপাকড় শু(করলে মুর্শিদাবাদ জেলার দুই বিশিষ্ট বিপ্-বী তারাপদ গুপ্ত ও নৃপেন মৈত্র গ্রেপ্তার হলেন। তল্লাশী চলে জেলার অন্যান্য বিপ্-বীদের বাসগৃহেও। আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুনাল-এর বিচারে অবশেষে ঐ বিপ্-বীদ্বয় মুক্তি(পান। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ঐ মামলার মূল অভিযুক্ত(ছিলেন। ঐ ঘটনা জেলার বিপ্-বী আন্দোলনে আলোড়ন তুলেছিল। এমনই অপর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলী কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী বিপ্-বীদের উপর পুলিশী গুলি চালনা। ঐ ঘটনায় মারাত্মক ভাবে আহত হন জেলার দুই বিশিষ্ট বিপ্-বী তারাপদ গুপ্ত ও সবিতা শেখর রায়চৌধুরী।[২৫] ঐ ঘটনাতেই বিপ্-বী সন্তোষ মিত্র শহীদ হন।

নানা বিপ্-বী কর্মকাণ্ডের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন জেলার কয়েকটি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের গতিবিধির উপর প্রখর নজর রাখতেন। ১৯৩১ - ১৯৩২ সময়কালে বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজ থেকে ৯ জন, কৃষ(নাথ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ২ জন, বহরমপুর উইভিং স্কুল থেকে ৪ জন এবং জিয়াগঞ্জ এডোয়ার্ড করোনেশন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ৪ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিভিন্ন বিপ্-বী কাজকর্মে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ঐ স্কুল কলেজগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত(করতে চাইলে জেলা প্রশাসন আপত্তি জানান। কারণ জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তা আরও জটিল করে তুলতে পারত। অবশ্য মুর্শিদাবাদ জেলায় সশস্ত্র বিপ্-বী কাজকর্ম কখনও তীব্র হয়ে ওঠেনি। একথা সহজেই প্রমাণিত হয় যখন দেখা যায় যে ১৯২৯ এর ডিসেম্বরে মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার গোয়েন্দা দপ্তরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল মাত্র একজন গোয়েন্দা সাব ইনস্পেক্টরের উপর। যদিও জেলা প্রশাসন খুবই সজাগ ছিলেন এবং স্থানীয় প্রভাবশালী লোকেদের সহায়তায় ঐ সব বিপ্-বী চিন্তাধারার বি(দ্ধে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরণের প্রচার অভিযান চালাতেন।[২৬]

নতুন চিন্তার উন্মেষ ঃ ১৯৩১ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অথবা লেবং রেস কোর্সের বিপ্-বী এ্যাকশন-এর পর থেকে বাংলার সশস্ত্র বিপ্-বী কাজকর্মে ভাঁটার টান ল(্য করা যায়। রাজ্যব্যাপী সব বিপ্-বী গোষ্ঠীভুক্ত(বিপ্-বীদেরই গ্রেপ্তার করে

CHAPTER 3RD FC # 138
24-9-03

আন্দামান সেলুলার জেলসহ দেশের বিভিন্ন জেলে অন্তরীণ করা হয়েছিল। সেখানে দীর্ঘদিন কারাবাসে থাকার সময় বিপ্-বীদের মনে নতুন চিন্তাভাবনার উদয় হয়। ব্যক্তি(সন্ত্রাসের বিপ্-বী পথের মাধ্যমে দেশমাতৃকার মুক্তি(পথ সন্ধানের এতদিনের কৌশল সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়ে ওঠেন। কিছুদিন পূর্বে সেই ভাবনা শু(করেন উত্তর ভারতের কিছু বিশিষ্ট বিপ্-বী। ভগত সিং - এর নেতৃত্বে তারা গঠন করেছিলেন 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'। বাংলার বিপ্-বীদের চিন্তায় সেই ধারণার জন্ম হয় আরও কিছুদিন পর।[২৭] তারা জেলখানাতেই নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক শু(করেন। ১৯১৭ সালে (শ বিপ্-বের চিন্তাভাবনা তাদের অনেককেই প্রভাবিত করেছিল। আন্দামান সেলুলার জেলেই কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করেন কিছু বিপ্-বী। মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট বিপ্-বীদ্বয় অনন্ত ভট্টাচার্য ও প্রদ্যোৎকুমার রায়চৌধুরী সেই 'কমিউনিষ্ট কন্সলিডেশন'-এর সদস্য হন। ১৯৩৬- ৩৭ সময়কালে রাজ্যব্যাপী তীব্র বন্দী মুক্তি(আন্দোলন গড়ে উঠলে বৃটিশ সরকার বিভিন্ন জেল থেকে তাদের মুক্তি(দিলে তাদের অনেকেই মার্কসবাদী - লেনিনবাদী পথকেই দেশের মুক্তি(র পথ হিসাবে বেছে নিয়ে নতুন পথে তাদের রাজনৈতিক কর্মজীবন শু(করেন।[২৮] যদিও মার্কসবাদী কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে তীব্র মত পার্থক্য শু(হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার বিপ্-বীদের মধ্যে তা বিশেষভাবে পরিলি(ত হয়েছিল। ফলতঃ ১৯৩৬ সালে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাত বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিপ্-বী তারাপদ গুপ্ত এই জেলায় প্রথম লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করলেন এবং 'কমিউনিষ্ট লীগ' গঠিত হ'ল। সবিতা শেখর রায়চৌধুরী ঐ দলের প্রথম জেলা সম্পাদক। পরবর্তী কালে ঐ দলের নতুন নামকরণ হয়েছিল আর.সি.পি.আই.। দুই বছর পরে আন্দামান কন্সোলিডেশনের অন্যতম সদস্য বিপ্-বী অনন্ত ভট্টাচার্য, সনৎ রাহা প্রমুখ মুর্শিদাবাদ জেলায় সি.পি.আই. দলের প্রতিষ্ঠা করেন। তার দু'বছর পর ১৯৪০ সালে বিপ্-বী ত্রিদিব কুমার চৌধুরীর নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় আর.এস.পি. দলের প্রতিষ্ঠা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে ঐ বছর রামগড়ে আর.এস.পি. দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।[২৯]

মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই তিনটি বামপন্থী রাজনৈতিক পথের আবির্ভাব নতুন রাজনৈতিক ধারার সূত্রপাত করেছিল। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বে দ(ণপন্থীদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশটি ১৯৩০ এর দশক থেকেই 'মে দিবস' উদ্‌যাপনের মতো কিছু কিছু প্রগতিশীল কর্মসূচী পালন করতেন। বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবীও এদের দ্বারাই উত্থাপিত হ'ত। তাদের এই সব কর্মসূচী ও দাবীদাওয়া দলের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রি(য়ার সৃষ্টি করত।[৩০]

ছাত্র আন্দোলনের নতুন ধারা ঃ ১৯৩০ এর দশকের শেষ দিক থেকেই জেলার ছাত্র আন্দোলনেও এই নতুন চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৩৭ সালে বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে 'নিখিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'-এর প্রার্থী হিসাবে ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক বিজয় কুমার গুপ্তের জয়লাভ এবং ১৯৩৮ সালে ৩০-৩১শে জুলাই বহরমপুর মীরা সিনেমা হাউসে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'-এর প্রথম জেলা সম্মেলন, ১৯৪৭-এ বহরমপুরে 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস অরগানাইজেশন' এর সম্মেলন এবং সম্মেলনগুলিতে গৃহীত প্রস্তাবগুচ্ছ এবং ভাষণ তা স্পষ্টই প্রমাণ করে। ছাত্র সম্মেলনগুলিতে অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ প্রতুল গাঙ্গুলী, সুধীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, রামমনোহর লোহিয়া, বি(্বনাথ মুখার্জী ও শওকত ওসমানির মত বিশিষ্ট বামপন্থী কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রনেতাগণ উপস্থিত ছিলেন। ঐ ছাত্র সম্মেলনগুলিতে ঘোষিত হয়েছিল যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথাও। একথাও বলা হয়েছিল দেশে স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতি আনতে পারে একমাত্র কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। ঘোষণা করা হয়েছিল যে, সন্ত্রাসবাদের পথ পরিহার করে সমাজতান্ত্রিকতার পথে এগোতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসীবাদের বিপদ সম্পর্কেও তারা সরব হয়েছিলেন ঐ ছাত্র সম্মেলনগুলিতে।[৩১] ঐ ছাত্র সম্মেলনগুলিই সেদিন স্বাধীনতা পরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

কৃষক আন্দোলন ঃ প্রাক স্বাধীনতা যুগের কৃষিপ্রধান মুর্শিদাবাদ জেলার বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন মূলতঃ কৃষক ও ছাত্র - যুব আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষক আন্দোলনগুলি কৃষক দলনকারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বি(দ্ধেই শানিত হয়েছিল। এই কৃষক অন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল কান্দী থানার হিজল অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন কমিউনিষ্ট লীগ নিয়ন্ত্রিত কৃষক সমিতি। তারা বিভিন্ন এলাকায় জমিদারী শোষণ ও অত্যাচারের বি(দ্ধে 'নো রেন্ট ক্যাম্পেন' গড়ে তোলেন। সেচ ও বাঁধের দাবীতেএবং কৃষি ঋণের দাবী ছিল অন্যতম। হিজল এলাকার ঐ কৃষক আন্দোলন প্রচণ্ড জঙ্গীরূপ ধারণ করে। এই কৃষক আন্দোলনের প্রে(াপটেই ১৯৩৭ সালের ৮ - ৯ই মে বেলডাঙ্গা রেল ময়দানে এক উল্লেখযোগ্য কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা(হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো সে যুগের দুই বরেণ্য মার্কসবাদী ব্যক্তি(ত্ব।

কমিউনিষ্ট লীগ ঐ সম্মেলন সংগঠিত করলেও বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত(জেলার বিশিষ্ট বামপন্থী নেতৃত্বও ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন । সহস্রাধিক হিন্দু - মুসলমান কৃষকের উপস্থিতিতে নরেন বি(াস কৃষক সমিতির প্রথম জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন। কয়েক বছরের মধ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে ওঠে। কমিউনিষ্ট লীগ প্রভাবিত কৃষক সমিতি কান্দী ও হরিহরপাড়ায় দুটি কৃষক সম্মেলন সংগঠিত করেছিল।[৩২] ইতিমধ্যে সারা ভারত কৃষক সভায় গোষ্ঠী রাজনীতি মাথাচাড়া দিলে ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে নওদা থানার সর্বাঙ্গপুরে সি.পি.আই. প্রভাবিত কৃষক সভার প্রথম জেলা সম্মেলন সংগঠিত হয়। রাজ্য কমিটির তরফে আব্দুল হালিম ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসানের দাবীই ছিল সম্মেলনের মূল দাবী। ঐ সম্মেলনে কৃষ(লাল সাহা জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৩৩] আর.এস.পি. দল প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে মুর্শিদাবাদ জেলায় কোন কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে পারে নি। বিনা খেসারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসানের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের অবসান, নানা খাজনা ও ঋণভারে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তি(, সেচের জল, বাঁধ নির্মাণের দাবীর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসীবাদের বি(দ্ধে কৃষক সম্মেলনের মঞ্চগুলি থেকে আওয়াজ উঠতো।[৩৪]

কমিউনিষ্ট আন্দোলন ঃ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির (সি.পি.আই) সমকালীন রাজনীতির অন্যতম কৌশল ছিল কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত্রতন্ত্র বিরোধী মঞ্চ গড়ে তুলে দেশের মেহনতী মানুষের মুক্তি(তরান্বিত করা। এই উদ্দেশ্যে সি.পি.আই. 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' গড়ার ডাক দেয়। সি.পি.আই. সেই সময় দেশের বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে কংগ্রেসকে নিজ কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তারা কংগ্রেসের ভেতর থেকে নিজেদের কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করতেন। ফলতঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেস 'মাস কন্টাক্ট সাব কমিটি'-র - আহ্বায়ক হিসাবে কমিউনিষ্ট নেতা সনৎ রাহা কংগ্রেসী নেতৃত্বের সাথে সাটুই, শক্তি(পুর, পাটিকাবাড়ী, সর্বাঙ্গপুর প্রভৃতি এলাকায় কৃষক সমাবেশ করেছিলেন।[৩৫] কিন্তু ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন শু(হওয়ার কিছুদিন পর ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জনযুদ্ধের তত্ত্ব কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো এবং সমগ্র দেশব্যাপী তীব্র কমিউনিষ্ট বিরোধী রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হলে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তা প্রতিধ্বনিত হয়। এই জেলাতেও সি.পি.আই. দলের নেতা ও কর্মীগণ আর.এস.পি., আর.সি.পি.আই., এফ.বি. ও কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা ও আত্র(মণের শিকার হন। শু(হয়েছিল তীব্র সি.পি.আই. বিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক উন্মাদনা।

জাতীয় গণতন্ত্র, জনগণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্-বের কর্মসূচীতে বি(াসী সি.পি.আই., আর.সি.পি.আই. এবং আর.এস.পি. দলের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রাক স্বাধীনতা যুগের বামপন্থী রাজনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুর্শিদাবাদ জেলার বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্মী ও সমর্থকগণ এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। ছাত্র-যুব আন্দোলনেই তার প্রমাণ মেলে। ১৯৪০ এর দশকে আর.এস.পি. নিয়ন্ত্রিত যুব ছাত্র দলই মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্বাধিক প্রভাব ফেলেছিল। জেলার বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি সীমিত (মতা নিয়েই তাদের পৃথক কর্মসূচী সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হাজির হতেন। এ.আই.টি.ইউ.সি. - এর পতাকাতলে ১৯৪০ এর দশকে মুর্শিদাবাদ জেলায় হরিজন আন্দোলন, কামদার আন্দোলন, রিক্সা চালকদের আন্দোলন, পাল্লাদার আন্দোলন, মোমিন বা তন্তুবায়দের আন্দোলন গড়ে ওঠে।[৩৬] বহরমপুরে হরিজন আন্দোলন গড়ে তোলার সময় কমিউনিষ্ট লীগ দলেরও ভূমিকা ছিল। ১৯৩৯ সালে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে লালঝাণ্ডা হাতে বহরমপুরের হরিজনদের দৃপ্ত মিছিল জেলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিল। সি.পি.আই. নিয়ন্ত্রিত সারা ভারত কৃষক সভা জেলার কয়েকটি এলাকায় ১৯৪০ এর দশকে পাটচাষীদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধ চলাকালীন দেশে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিলে কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, শি(ক প্রভৃতি সকলেই চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে পড়েছিলেন। সেই সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলন সংগঠিত হতে শু(করেছিল। ১৯৪০ এর দশকের শেষ দিকে সারা ভারত কৃষক সভার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক তেভাগার লড়াই (১৯৪৬ - ৪৭)। ঐ দশকেই সরকারী কর্মচারী, ডাক - তার কর্মচারী, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, শি(ক প্রভৃতি শ্রমিক কর্মচারীবৃন্দ নানা আন্দোলন শু(করেন জীবন ও জীবিকার দাবীতে। মুর্শিদাবাদ জেলায় তেভাগার আন্দোলনে তেমন কোন সাড়া না পাওয়া গেলেও (সাগরদীঘির দু-একটি ঘটনা ছাড়া) ১৯৪৬এর ডাক - তার কর্মীদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট এবং অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী ও মহঃ ফয়েজউদ্দিনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রাথমিক শি(ক আন্দোলন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।[৩৭] মুর্শিদাবাদ জেলার 'হোয়াইট কলার ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট'- এর সূচনা হয়েছিল এই ভাবেই।

জেলার প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের অপর

এক উল্লেখযোগ্য দিক হল সংসদীয় রাজনীতি। এর সূত্রপাত মোটামুটি ভাবে ১৯২৬ সালের বঙ্গীয় বিধান পরিষদের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। ঐ নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর কাশিমবাজারের মহারাজ কুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী ব্রজভূষণ গুপ্তকে ২২৫৬ ভোটে পরাজিত করেন।[৩৮] এরপর কাশিমবাজার রাজ পরিবারের আর কেউ মুর্শিদাবাদ জেলার সংসদীয় রাজনীতিতে আসেননি। পরবর্তীকালে জেলার পরিষদীয় রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ। ১৯৩২ সালে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু হলে জেলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মাথাচাড়া দেয়। মৌলভী আবদুস সামাদ, রেজাউল করীম প্রমুখ জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বি(দ্ধে বঙ্গীয় বিধান পরিষদের ভিতরে ও বাইরে সাম্রাজ্যবাদ লালিত সাম্প্রদায়িকতার বি(দ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালালেও তা প্রতিহত করতে পারেন নি। ফলতঃ কাজেম আলি মীর্জা, ফারহাদ মুর্তাজা রেজা চৌধুরী অথবা মহঃ আব্দুল বারীর মতো কট্টর মুসলিম লীগ নেতারা বারংবার বিধানসভা বা বিধান পরিষদে জয়লাভ করেছেন। ১৯৩২ সালে কংগ্রেস প্রার্থী আবদুস সামাদ জয়লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভা সমর্থিত নির্দল প্রাথী রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহকে পরাজিত করে কংগ্রেস প্রার্থী শশাঙ্ক শেখর সান্যালের জয়লাভ মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের নির্বাচনী লড়াই-এর এক চমকপ্রদ ঘটনা। ১৯৪১ সালের উপনির্বাচনে (মুসলিম লীগ নেতা আবদুল বারীর মৃত্যুর পর) নির্দল প্রার্থী সৈয়দ বদ(দ্দোজা বঙ্গীয় বিধান সভায় নির্বাচিত হন । ১৯৪৬ সালে বহরমপুর গ্রামীণ মুসলিম নির্বাচন ে(ত্র থেকে মুসলিম লীগ প্রার্থী আব্দুল গণিকে পরাজিত করে নির্বাচিত হন নির্দল প্রার্থী মহঃ খোদাবক্স। এছাড়া হিন্দু মহাসভার অপর এক প্রার্থী যিনি দুবার জয়লাভ করেন তিনি হলেন রায়বাহাদুর কিরীটিভূষণ দাস। জেলার অপর বিশিষ্ট বিধায়কগণ ছিলেন ডঃ নলিনা(সান্যাল, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, তাজবাহাদুর ও কুবের চাঁদ হালদার। তবে সাংসদ হিসাবে শশাঙ্ক শেখর সান্যাল, ডঃ নলিনা(সান্যাল ও আব্দুস সামাদের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শশাঙ্ক শেখর সান্যাল ১৯৪০ এর দশকে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে সেন্ট্রাল এ্যাসেম্বলীতে নির্বাচিত হন। তিনি শরৎচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।[৩৯]

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলিম রাজনীতির গতিপ্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে ১৯২০ - ১৯৪৭ সময়কালে এই জেলায় মুসলমানগণই ছিলেন সংখ্যা গরিষ্ঠ। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুসারে জেলার সমগ্র লোকসংখ্যার ৫৫.২২ শতাংশ মুসলমান। সংসদীয় গণতন্ত্রে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। ১৯৩২ এর মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার সুযোগে এই জেলার রাজনীতিতে তাদের গু(ত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুসলিম লীগ মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতিতে প্রবল ভাবেই মাথা চাড়া দেয়। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও ব্যবহারজীবি মৌলভী আবদুস সামাদ ১৯৩২ সালে বঙ্গীয় বিধান পরিষদে তীব্র প্রতিবাদ করেও জনবিরোধী 'সেপারেট্ ইলেক্টরেট্' এর দাবীকে প্রতিরোধ করতে পারেন নি।[৪০] বৃটিশ সরকার ঐ 'সেপারেট্ ইলেক্টরেট্' এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। সমগ্র দেশে দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতিকে উস্কে দিয়ে দেশটাকেই শেষ পর্যন্ত ভাগ করে দেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রাজনীতির অপর এক বরেণ্য ব্যক্তি(ত্ব হলেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ্ আলি মীর্জা, যিনি ১৯৩৭ সালে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সমিতি গঠন করে সমগ্র রাজ্যব্যাপী সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ শহরের হাজারদুয়ারীর প্রশস্ত ময়দানে ১৯৩৮ সালে দু-দিন ব্যাপী হিন্দু মুসলমান ঐক্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মেলনে এ. কে. ফজলুল হক, তুলসী গোস্বামী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হুমায়ন কবির প্রমুখ বক্ত(ব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন নবাব বাহাদুর স্বয়ং।[৪১] ১৯৪৬ এর কুখাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মুর্শিদাবাদ জেলার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি র(ার যে আবেদন জানান তা খুবই গু(ত্বপূর্ণ।[৪২] প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতিকে তা সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু সব কিছুকে ব্যর্থ করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই দেশ ভাগ হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ প্রথমে পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভূক্ত(হলেও 'র‍্যাডক্লিফ কমিশন'-এর রায়ে শেষ পর্যন্ত ১৮ই আগষ্ট ভারত ইউনিয়নের সাথে যুক্ত(হয়। সব শেষে একথা বলতেই হয় যে মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষের গর্বের কথা হল এই যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় মৌলবাদী শক্তি(র শত প্ররোচনা সত্ত্বেও প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে এই জেলা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয় নি কোন দিনই - এমনকি ১৯৪৬ এর ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও নয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

প্রাগৈতিহাসিক কাল ঃ

কহলন — রাজতরঙ্গিনী, অনুবাদ অ(য় কুমার দাস ।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র — রাধাগোবিন্দ বসাক,(১ম ও ২য় খণ্ড)

সন্ধ্যাকর নন্দী, — রামচরিত, সম্পাদনা রাধাগোবিন্দ বসাক।

বাণভট্ট, — হর্ষচরিত, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, নবপত্র প্রকাশনী, কলকাতা।

কৃষ(দাস কবিরাজ, — চৈতন্যচরিতামৃত, বসুমতী সংস্করণ, কলকাতা।

মৃণাল গুপ্ত, — রত্ন(মৃত্তিকা,দেশ, ৪১ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৩৮০

সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত, — চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত, বহরমপুর।

প্রদ্যোৎ ঘোষ, — মালদহ জেলার পুরাকীর্তি, পশ্চিমবঙ্গস সরকার, কলকাতা ১৯৯৭।

বিনয় ঘোষ, — পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ১ম ও ২ম খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা ১৯৭৬, ১৯৭৮।

দেবকুমার চত্র(বর্তী, — বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৭২।

মুকুন্দরাম চত্র(বর্তী, — চণ্ডীমণ্ডল, বসুমতী সংস্করণ, কলকাতা।

রজনীকান্ত চত্র(বর্তী, — গৌড়ের ইতিহাস, মালদহ, ১৯০৯।

রমাপ্রসাদ চন্দ, — গৌড়রাজমালা, রাজশাহী, ১৯১২।

সুধীর রঞ্জন দাস, — কর্ণসুবর্ণ মহানগরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯২।

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, — বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, কলকাতা, ১৩৫৫

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়,

সত্যরঞ্জন বক্সী, — মুর্শিদাবাদের রাঢ় এলাকা, স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, বহরমপুর।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, — বাঙ্গালার ইতিহাস (৩য় সং, ১ম ও ২য় খণ্ড), নবভারত প্রকাশনী, কলকাতা।

নগেন্দ্রনাথ বসু, — বিশ্বকোষ, বিশ্বকোষ প্রেস, কলকাতা।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, — বৌদ্ধদের দেবদেবী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৬২।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, — বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিসার্স কলকাতা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, — বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র, কলকাতা।

নিখিলনাথ রায়, — মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (১ম খণ্ড), কলকাতা, ১৩০৯।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, — প্রাচীন বাংলার গৌরব, বিশ্বভারতী।

দীনেশচন্দ্র সরকার, — পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত, কলকাতা, ১৯৮৫।

দীনেশচন্দ্র সরকার — পাল ও সেন যুগের বংশানুচরিত, কলকাতা, ১৯৮২।

শশাঙ্কমোহন সিংহ, — শ্রী শ্রী বুধুরি বিলাস।

সুকুমার সেন, — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ)।

আবুল ফজল আলামি, — আইন-ই-আকবরী, অনুবাদ ফ্রান্সিস, সম্পাদনা জগদীশ মুখোপাধ্যায় কলকাতা ১৯৮৩

এ,বিল — লাইফ অব্ হিউয়েন সাঙ, লন্ডন, ১৯১১

এ,বিল, — সি-ইয়ু-কি, বুদ্ধিষ্ট রেকর্ড অব্ দি ওয়েষ্টার্ণ ওর্য়াল্ড, লন্ডন

বি ভট্টাচার্য, — ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্ ১৯৭৯, কলকাতা

সুধীর রঞ্জন দাস, — রাজবাড়ীডাঙ্গা, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৬৮

সুধীর রঞ্জন দাস, — আর্কিওলজিকাল ডিস্কভারিজ ফ্রম মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট, দি এশিয়াটিক সোসাইটি ,কলকাতা, ১৯৭১

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, — এ স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব্ বেঙ্গল, নবম খন্ড,

পি ভি কানে, — নোটস্ অন হর্ষচরিত

আবদুল করিম, — মুর্শিদকুলি খান এ্যান্ড হিজ টাইমস্ , দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৩

কৃষ(নাথ কলেজ সেন্টেনারী কমেমোরেশন ভলিউম, বহরমপুর, ১৯৫৩

রমেশচন্দ্র মজুমদার, — হিসট্রি অব্ এ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গল

রমেশচন্দ্র মজুমদার, — হিসট্রি অব্ মিডিয়েভ্যাল বেঙ্গল, কোলকাতা ১৯৭৩

ভারতীয় বিদ্যাভবন বোম্বাই — সম্পাদিত হিসট্রি এ্যান্ড কালচার অব্ ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল, তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ড

অশোক মিত্র সম্পাদিত — ওয়েষ্টবেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ, ১৯৫১

বি বি মুখার্জী,	ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন্ ইন দি ডিষ্ট্রিক্ট অব্ মুর্শিদাবাদ, ১৯২৪-১৯৩২
আর কে মুখার্জী,	হিন্দু সিভিলাইজেশন, কলকাতা
এল এস এস ওম্যালি	বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, ১৯১৪
বি রায়,	ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ, ১৯৬১
যদুনাথ সরকার	সম্পাদিত হিসট্রি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা বি(বিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৪৮
টমাস ওয়াটারস্ ,	অন য়ুয়ান চোয়াংস্ ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড , রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, লন্ডন, ১৯০৪

তথ্যসূত্র ঃ

মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস ঃ আধুনিক যুগ

১। এল. এস.এস ওম্যালি - বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ১৯১৪ , পৃষ্ঠা - ৪২
২। এল. এস.এস ওম্যালি - পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৪৩
৩। পার্সিভ্যাল স্পীয়ার - দি অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব্ মডার্ণ ইন্ডিয়া, ১৭৪০-১৯৪৭ দিল্লী, ১৯৬৫, পৃঃ ১২৩
৪। এল. এস.এস ওম্যালি - পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৪৭
৫। ডব্লিউ কে ফারমিঙ্গার - হিষ্ট্রোরিক্যাল ইনট্রোডাক্শন টু দি বেঙ্গল পোরশন্ অব্ দি ফিফথ্ রিপোর্ট, কলকাতা, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৫- ৯১
৬। এল. এস.এস ওম্যালি - পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৪৯
৭। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত - ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৭১
৮। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য - পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৭১
৯। পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৭৪
১০। কে. কে. দত্ত - আওয়ার ওল্ড সিল্ক ইনডাষ্ট্রি, কৃষ(নাথ কলেজ সেন্টেনারী কমেমোরেশন ভলিউম, বহরমপুর, পৃষ্ঠা - ৫
১১। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য - পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৭৫
১২। কে . কে. দত্ত - পূর্বোক্ত(, পৃঃ ২১৫
১৩। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য - পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৭৫
১৪। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য - পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৭৬
১৫। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য - পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৭৬
১৬। পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৭৭
১৭। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য - পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৭৭
১৮। ১৯০৫ এর ৭ই আগষ্ট বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দেলনে উপল(আয়োজিত কলকাতার টাউন হলে প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণেএকথা কাশিমবাজার রাজপরিবারের মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী নিজেই স্বীকার করেছিলেন, হোম (পলিটিক্যাল) কনফিডেন্সিয়াল ফাইল নং ২৫/১৯০৬, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, কলকাতা
১৯। বিস্তারিত তথ্যের জন্য - মহঃ খাই(ল আনম - ইন্ডিয়ান ফ্রীডম মুভমেন্ট এ্যান্ড মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট , ১৯০৫-৪৭, বি(বভারতী, ১৯৯৪, (অপ্রকাশিত থিসিস) পৃষ্ঠাঃ ৭৯-৮৭।

ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়বাদী স্বাধীনতা আন্দোলন ঃ

১। যামিনী মোহন ঘোষ- সন্ন্যাসী এ্যান্ড ফকির রেইডারস্ ইন বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা-১৩৯, ১৪০
২। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার - গ্রাম বাংলার ইতিকথা (ভাষান্তর- অসীম চট্টপাধ্যায়) কলকাতা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ৩৫,৩৬,৫৪,৫৫
৩। পূর্বোক্ত(।
৪। শক্তি(নাথ ঝা- মুর্শিদাবাদ জেলায় সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ (প্রবন্ধ), দীপঙ্কর চক্র(বর্তী সম্পাদিত - মুর্শিদাবাদ সমী(া, জানুয়ারী ১৯৮৩, পৃষ্ঠা- ৩,৪,৫
৫। এ. এন. চন্দ, দি সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা-৪৪
৬। পূর্বোক্ত(।
৭। পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা-৪৪
৮। শক্তি(নাথ ঝা, পূর্বোক্ত(- পৃষ্ঠা-৪,৫
৯। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, ধর্মপাল, সিভিল ডিসওবেডিয়েন্স এ্যান্ড ইন্ডিয়ান ট্রাডিশন, উইথ সাম্ নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি ডকুমেন্টস, সর্বসেবা সংঘ, বারাণসী, ১৯৭১।
১০। ধর্মপাল, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা XLIII, (ইন্ট্রোডাকশ্ন)
১১। পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৫০
১২। পূর্বোক্ত(।
১৩। ধর্মপাল, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৫০,৫১
১৪। ধর্মপাল, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৫১

১৫। ধর্মপাল, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৫৩
১৬। ধর্মপাল, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা XLIII, (ইন্ট্রোডাকশ্ন)
১৭। সাঁওতালদের উপর কোম্পানীর কর্মচারী, দেশীয় মহাজন ও জমিদারদের শোষণ ও নির্যাতন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন- ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ১৩৯
১৮। পি. সি. রায়চৌধুরী, বিহার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, সাঁওতাল পরগণা, পাটনা, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা -৮২
১৯। তারাপদ রায়, সান্তাল রিবেলিয়ন, ডকুমেন্টস্, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৮,৭৯, পি. সি. রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা -৮১
২০। পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৮৭
২১। তারাপদ রায়, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৭৮ , পি সি রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৮১
২২। তারাপদ রায় , পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৩২
২৩। পূর্বোক্ত(,৫২
২৪। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার , পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ১৪৯
২৫। গর্ভণমেন্ট অব্ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়াজ স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ২৮
২৬। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য , পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৭৭, ৭৮
২৭। পূর্বোক্ত(।
২৮। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৭৮
২৯। হোম্ (পলিটিক্যাল) কনফিডেন্সিয়াল ফাইল নং - ২০০/১৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, কলকাতা
৩০। এল এস এস ওম্যালি, বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ১৯১৪, পৃষ্ঠা - ৫১
৩১। সিপাহী যুদ্ধের স্মৃতি সৌধ নির্মাণ কমিটি - সিপাহী যুদ্ধে বহরমপুর, ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা - ৪
৩২। এল এস ওম্যালি, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৫১
৩৩। সুরেন্দ্রনাথ সেন, এইট্টিন ফিফ্টি সেভেন, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার, দিল্লী, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা- ৪৮
৩৪। এল এস এস ওম্যালি, পূর্বোক্ত(, সুরেন্দ্রনাথ সেন, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৪৮
৩৫। পূর্বোক্ত(।
৩৬। প্রমোদ সেনগুপ্ত , ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৬৪
৩৭। প্রমোদ সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা ৬৪
৩৮। সুরেন্দ্রনাথ সেন , পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৫০
৩৯। পূর্বোক্ত(।
৪০। এল এস এস ওম্যালি , পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা ১৭৭
৪১। জে ডব্লিউ কে - হিস্ট্রি অব্ দি সিপয় ওয়ার, লন্ডন, ১৮৮০, পৃষ্ঠা- ৪৮৯
৪৩। জুডিসিয়াল প্রসিডিংস নং ৮৮৯/৯৪, পূর্বোক্ত(
৪৪। পূর্বোক্ত(,জুডিসিয়াল প্রসিডিংস নং ৮৮৯/৯৪,
৪২। ইনডেক্স অব্ দি মিউটিনি অব্ এইট্টিন ফিফ্টি সেভেন, বুক নং- ১৪৯/১৮৫৭, জুডিসিয়াল প্রসিডিংস মুর্শিদাবাদ , নং- ৬১৯/২০, ৬৩০/ ৮৮৭/৮ ইত্যাদি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, কলকাতা
৪৫। এল এস এস ওম্যালি, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৫৪
৪৬। পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৫৪
৪৭। জুডিসিয়াল ইনডেক্স - দি মিউটিনি অব্ এইট্টিন ফিফ্টি সেভেন, বুক নং- ১৪৯/১৮৫৭, জুডিসিয়াল প্রসিডিংস নং- ৮৮৩/৯৪ , পূর্বোক্ত(
৪৮। পূর্বোক্ত(, জুডিসিয়াল প্রসিডিংস নং- ৬৩৪/৩৫
৪৯। পূর্বোক্ত(, জুডিসিয়াল প্রসিডিংস নং- ৬২৬/২৭
৫০। এল এস এস ওম্যালী, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ১০৬
৫১ । পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ১০৫
৫২। পূর্বোক্ত(
৫৩। রিপোর্ট অব্ দি ইন্ডিগো কমিশন এ্যাপয়েন্টেড আন্ডার এ্যাক্ট ইলেভেন অফ ১৮৬০, কলকাতা, ১৮৬০ এ্যাপেন্ডিক্স ২১, পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা- cii - cix
৫৪। সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত , মুর্শিদাবাদ জেলায় নীল চাষ ও নীল বি(াভ , রাধারঞ্জন গুপ্ত সম্পাদিত ‘ শারদীয় জনমত’ ১৩৯২, খাগড়া, ১৩৯২, পৃষ্ঠা- ১৭,১৮
৫৫। সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত , পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ১৭, ১৮
৫৬। সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ১৮
৫৭। পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা ১৯
৫৮। সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা ২০ , ২১
৫৯। জুডিসিয়াল পেপারস- ১৮৬০, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, কলকাতা
৬০। এল এস এস ওম্যালি, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ১০৬
৬১। পূর্বোক্ত(
৬২। পূর্বোক্ত(
৬৩। এস এল ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দিল্লী, ১৯৭০, পৃঃ প্রিফেস- I I I

৬৪। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, কলকাতা, ১৩৩৯, পৃষ্ঠা- ১৭২
৬৫। পূর্বোক্ত।
৬৬। পূর্বোক্ত।
৬৭। কমল বন্দোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদ জেলার পত্র-পত্রিকার ইতিহাস, বহরমপুর, তারিখ বিহীন, পৃষ্ঠা ১০
৬৮। কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টস অন নেটিভ পেপারস ইন বেঙ্গল, ১৮৮৬, রিপোর্ট বুক অব্ ১৮৮৬, পৃষ্ঠা - ৯৭
৬৯। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫১
৭০। কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টস অন নেটিভ পেপারস ইন বেঙ্গল, ১৮৮৬, রিপোর্ট বুক অব্ ১৮৮৬, পৃষ্ঠা -২৫৪, ২৫৫
৭১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২১৯
৭২। অ(য় কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৭৫
৭৩। গোপালচন্দ্র রায়, অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, কলকাতা , ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২৭৯
৭৪। অ(য় কুমার দত্ত , পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২৩
৭৫। পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-২৬৯
৭৬। অ(য় কুমার দত্ত , পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২৩
৭৭। গোপালচন্দ্র রায় , পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮২
৭৮। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চরিত, কলকাতা, ১৯১৩, পৃষ্ঠা - ৩৬-৪৭
৭৯। পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা- ৩৬
৮০। কৃষ(নাথ কলেজ সেন্টেনারী কমেমোরেশন্ ভলিউম, ১৮৫৩-১৯৫৩, বহরমপুর, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা- ১৪৮
৮১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৯
৮২। যতীন্দ্র কুমার ঘোষ, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স, ফার্স্ট সেশন, ১৮৮৮, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা- ফরওয়ার্ড
৮৩। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, এ নেশন ইন দি মেকিং, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা-১২৬
৮৪। দি বেঙ্গলী (দি স্যাটারডে উইকলি), সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কলকাতা, ১৮৯৫, ১৩ ই এপ্রিল, ১৮ ই মে, ১লা জুন ও ২২ শে জুনের সংখ্যাগুলি
৮৫। দি বেঙ্গলী , পূর্বোক্ত, তারিখ- ৮/৫/১৯৮৫
৮৬। পূর্বোক্ত, মূল সম্পাদকীয় দেখুন , তাং- ২২/৬/১৯৮৫
৮৭। দি বেঙ্গলী , পূর্বোক্ত, তাং- ২২ শে জুন, ১৯৮৫
৮৮। পূর্বোক্ত।
৮৯। পূর্বোক্ত।
৯০। পূর্বোক্ত , তাং- ৬/৭/১৮৯৫
৯১। পূর্বোক্ত, ১৩/৭/১৮৯৫
৯২। পূর্বোক্ত।
৯৩। দি বেঙ্গলী , পূর্বোক্ত তাং - ৬/৭/১৮৯৫ - ১৩/৭/১৮৯৫
৯৪। পূর্বোক্ত।
৯৫। বি আর নন্দ, গোখলে, দি ইন্ডিয়ান মোডারেটস এ্যান্ড দি ব্রিটিশ রাজ , বিস্তারিত তথ্যের জন্য ১৯ তম অধ্যায় দেখুন
৯৬। দি বেঙ্গলী, পূর্বোক্ত, তাং- ১৩/৭/১৮৯৫
৯৭। পূর্বোক্ত, তাং, ৬/৭/১৮৯৫
৯৮। দি বেঙ্গলী, (ডেইলি) সম্পাদক- সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কলকাতা, তাং, ৮/৩/১৯০৩
৯৯। পূর্বোক্ত , ১৩/৩/১৯০৩ , ১৮/৩/১৯০৩
১০০। পূর্বোক্ত, ২৪/৩/১৯০৩
১০১। দি বেঙ্গলী, পূর্বোক্ত, ২৪/৩/১৯০৩
১০২। পূর্বোক্ত , তাং- ৯/৪/১৯০৩
১০৩। দি বেঙ্গলী, পূর্বোক্ত , তাং, ২৫/৩/১৯০৩
১০৪। পূর্বোক্ত, তাং- ১৬/৩/১৯০৩
১০৫। পূর্বোক্ত, তাং- ১২/৪/১৯০৩
১০৬। দি বেঙ্গলী, পূর্বোক্ত, তাং- ১৪/৪/১৯০৩
১০৭। পূর্বোক্ত, তাং- ১৭/৪/১৯০৩
১০৮। দি বেঙ্গলী, পূর্বোক্ত, তাং- ১৭/৪/১৯০৩
১০৯। অমৃতবাজার পত্রিকা (ইংরেজ দৈনিক), সম্পাদক- মতিলাল ঘোষ, কলকাতা, তাং- ২/৭/১৯০৫
১১০। পূর্বোক্ত
১১১। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, কলকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৫০
১১২। অমৃতবাজার পত্রিকা, পূর্বোক্ত, তাং- ৮/৯/১৯০৫
১১৩। পূর্বোক্ত।
১১৪। হোম (পলিটিক্যাল) কনফিডেন্সিয়াল ফাইল নং- ২৫/১০৬, পঃবঃ রাজ্য মহাফেজখানা , কলকাতা
১১৫। পূর্বোক্ত।
১১৬। অমৃতবাজার পত্রিকা, পূর্বোক্ত, তাং- ২০/৯/১৯০৫
১১৭। পূর্বোক্ত, তাং- ৮/৯/১৯০৫
১১৮। পূর্বোক্ত, তাং ২৩/৩/১৯০৫
১১৯। পূর্বোক্ত
১২০। পূর্বোক্ত, তাং ৩/১১/১৯০৫

১২১। পূর্বোক্ত(, তাং- ২৩/৯/১৯০৫

১২২। আশুতোষ বাজপেয়ী, রামেন্দ্রসুন্দর জীবন কথা, কলকাতা, ১৯২৩, পৃষ্ঠা- ৬৯

১২৩। আশুতোষ বাজপেয়ী, রামেন্দ্রসুন্দর জীবন কথা, কলকাতা, ১৯২৩, পৃষ্ঠা-৭০

১২৪। পূর্বোক্ত(।

১২৫। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা, মজুমদার লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯০৬, ভূমিকা দেখুন। অথর ক্যাটালগ , প্রিন্টেড বুক ইন বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ, ভলিউম - III M-R, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৪৪৪

১২৬। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা -১

১২৭। পূর্বোক্ত(।

১২৮। সুমিত সরকার, স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২৮৭

১২৯। সিক্রেট রিপোর্টস অন্ দি পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ইন বেঙ্গল এন্ডিং দি টুয়েল্‌ভস্ ডিসেম্বর, ১৯১০, রিপোর্ট বুক অব্ ১৯১০, ডি আই জি, সি আই ডি, বেঙ্গল, পঃ বঃ গোয়েন্দা দপ্তর, কলকাতা।

১৩০। পূর্বোক্ত(, রিপোর্ট ফর দি উইক্ এন্ডিং - দি নাইনটিনথ্ ডিসেম্বর, ১৯১০

১৩১। অমৃতবাজার পত্রিকা, পূর্বোক্ত(, তাং- ৭/৫/১৯০৬

১৩২। পূর্বোক্ত(, তাং- ১১/৬/১৯০৬

১৩৩। ফ্রিডম মুভমেন্ট পেপারস নং - ৬৩। স্টেট কমিটি ফর কম্পাইলেশন অব্ দি হিস্ট্রি অব দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, ১৯৫৫, বেঙ্গল রিজিয়ন। পঃবঃ র‍্যাজ্য মহাফেজখানা।

১৩৪। অমৃতবাজার পত্রিকা, তাং- ১৮/১০/১৯০৯

১৩৫। কৃষ(নাথ কলেজ সেন্টেনারী কমেমোরেশন ভলিউম, ১৮৫৩-১৯৫৩, বহরমপুর, পৃষ্ঠা ২৬৪।

১৩৬। পূর্বোক্ত(।

১৩৭। প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাসের খসড়া, কলকাতা, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৬৪

১৩৮। সুমিত সরকার , পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৬০

১৩৯। অমৃতবাজার পত্রিকা, পূর্বোক্ত(, তাং-২০/৯/১৯০৫

১৪০। পূর্বোক্ত(।

১৪১। পূর্বোক্ত(।

১৪২। সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৫০৪ ও ৫০৫

১৪৩। জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, ঢাকা, ১৯২৯, পৃষ্ঠা-৬৪, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৫০

১৪৪। হোম (পলিটিক্যাল) কনফিডেন্সিয়াল ফাইল নং- ২৫/১৯০৬, পঃ পঃ রাজ্য মহাফেজখানা, কলকাতা।

১৪৫। পূর্বোক্ত(।

১৪৬। পূর্বোক্ত(।

১৪৭। জগদীশ চন্দ্র ভট্টচার্য, পূর্বোক্ত(- ৬৮

১৪৮। হোম (পলিটিক্যাল) কনফিডেন্সিয়াল এ্যান্ড সিক্রেট ফাইল নং- ২৮৫/১২ (১-৫), (৬-৮), (৯-১২) রাজ্য মহাফেজখানা কলকাতা।

১৪৯। পূর্বোক্ত(, ফাইল নং- ২৮৫/১২ (১-৫)

১৫০। পূর্বোক্ত(।

১৫১। পূর্বোক্ত(।

১৫২। পূর্বোক্ত(।

১৫৩। হোম (পলিটিক্যাল) কন্‌ফিডেন্সিয়াল এ্যান্ড সিক্রেট ফাইল নং- ২৪৫/১২ , পূর্বোক্ত(১৫৪) পূর্বোক্ত(

১৫৫। সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ১২৪, ১২৫, জগদীশ চন্দ্র ভট্টচার্য, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ১৫০

১৫৬। হোম পলিটিক্যাল, পূর্বোক্ত(

১৫৭। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টপাধ্যায়, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ১৪১

১৫৮। দি বেঙ্গলী, তাং- ৪/৪/১৯০৭

১৫৯। যতীন্দ্র কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ৮৩-১১২

১৬০। পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা-- ৪৫ ও ৪৬

১৬১। পূর্বোক্ত(, পৃঃ - ৫৫ ও ৫৬

১৬২। দি বেঙ্গলী, তাং- ৪/৪/১৯০৭ এবং অমৃতবাজার পত্রিকা, তাং ৪/৪/১৯০৭ (আরও অনেক পত্রিকায় সম্মেলন সম্পর্কে খবর প্রকাশ করেছে)

১৬৩। আশুতোষ বাজপেয়ী, রামেন্দ্রসুন্দর জীবন কথা, কলকাতা, পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা - ১৪৬

১৬৪। দীপিকা মজুমদার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হিজ্ সেন্ট্রাল এ্যান্ড পলিটিক্যাল আইডিয়াজ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৯ , ১১

১৬৫। পূর্বোক্ত(।

১৬৬। কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টস্ অন দি নেটিভ পেপারস ইন বেঙ্গল। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন রিপোর্ট বুকস্ ১৯০৫-১৯০৮, পঃ বঃ রাজ্য মহাফেজখানা, কলকাতা।

১৬৭। কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টস্ ইন বেঙ্গল ফর দি উইক এন্ডিং দি টুয়েন্টি এইটথ্ অক্টোবর, ১৯০৫। রিপোর্ট বুক- ১৯০৫, পৃষ্ঠা- ৯৯৮, পূর্বোক্ত(।

১৬৮। পূর্বোক্ত(, ফর দি উইক এন্ডিং দি সেভেন্টিনথ্ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬।
১৬৯। পূর্বোক্ত(, রিপোর্ট বুক, ১৯০৬, পৃষ্ঠা- ৪৭৫
১৭০। পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৬৭৩,
১৭১। পূর্বোক্ত(, পৃষ্ঠা- ৮৬৩
১৭২। কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টস্ অন দি নেটিভ পেপারস ইন বেঙ্গল, পূর্বোক্ত(, রিপোর্ট বুক, ১৯০৮, পৃষ্ঠা- ৮৪

রাজনৈতিক আন্দোলনঃ ১৯২০-১৯৪৭ ঃ

১। ব্রজভূষণ গুপ্তের জীবনকথা, ব্রজভূষণ গুপ্ত স্মৃতি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত(বহরমপুর, ১৯৫৭ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস(বিজয় কুমার ঘোষাল, রঘুনাথগঞ্জ, ১৯৮২।

২। ব্রজভূষণ গুপ্তের জীবনকথা, পূর্বোক্ত(।

৩। ঐ এবং কৃষ(নাথ কলেজ সেন্টেনারী কমেমোরেশন ভলিউম, ১৮৫৩-১৯৫৩, বহরমপুর,

৪। সত্যানন্দ গুপ্তের সা(াৎকার।

৫। ব্রজভূষণ গুপ্তের জীবনকথা, পূর্বোক্ত(।

৬। রেজাউল করীমের সা(াৎকার এবং ডঃ বিষাণ কুমার গুপ্তের পি.এইচ.ডি., গবেষণা গ্রন্থ পলিটিক্যাল মুভমেন্টস ইন মুর্শিদাবাদ ১৯২০-১৯৪৭, মণীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৯২

৭। ব্রজভূষণ গুপ্তের জীবনকথা, পূর্বোক্ত(এবং ডঃ বিষাণ কুমার গুপ্তের পূর্বোক্ত(গ্রন্থ।

৮। হোম (পলিটিক্যাল) ফাইল নং-১৪/১৯২২, সিরিয়াল নং-১-২০, গভর্নমেন্ট অব্ বেঙ্গল, পঃ বঃ রাজ্য মহাফেজখানা, কলকাতা।

৯। প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর ১৯৭৫।

১০। ঐ এবং ডঃ বিষাণ কুমার গুপ্তের পূর্বোক্ত(গ্রন্থ।

১১। ঐ গ্রন্থ এবং ১৩.১১.২৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক ব্রজভূষণ গুপ্তকে লিখিত চিঠির পূর্ণবয়ান ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত।

১২। রেজাউল করীমের সা(াৎকার এবং বিজয় কুমার ঘোষাল লিখিত পূর্বোক্ত(গ্রন্থ।

১৩। বিজয় কুমার ঘোষাল এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের সা(াৎকার।

১৪। প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত লিখিত পূর্বোক্ত(গ্রন্থ এবং শশাঙ্ক শেখর সান্যালের গ্রন্থ 'প্রবন্ধ সংকলন', কলকাতা ১৯৭৮।

১৫। ঐ

১৬। শশাঙ্ক শেখর সান্যালের সা(াৎকার এবং কমিউনিষ্ট আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ(প্রথম খণ্ড(সনৎ কুমার রাহা।

১৭। প্রসিডিংস অফ দি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি (১৯৩৭-৪৭), কলকাতা এবং ডঃ বিষাণ কুমার গুপ্ত লিখিত পূর্বোক্ত(গ্রন্থ।

১৮। ডিস্ট্রিক্ট অফিসারস্ ব্রে(ানিক্যালস্ অফ ইভেন্টস্ অফ ডিস্টারবেনসেস্ আপ্ন দি এ.আই.সি.সি. রেজল্যুশান অন ৮ই আগষ্ট, ১৯৪২, হোম (পলিটিক্যাল) ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অব্ বেঙ্গল, ১৯৪৩, এ্যান্ড সিক্রে(ট রিপোর্ট অফ দি সি.আই.ডি., ডি.আই.জি., হোম পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, পঃ বঃ সরকার, ১৯৪৩, ডঃ বিষাণ কুমার গুপ্ত লিখিত পূর্বোক্ত(গ্রন্থ।

১৯। ত্রিদিব চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ জেলার সশস্ত্র বিপ্-বী আন্দোলনের রূপরেখা, শারদ বালার্ক, বেলডাঙ্গা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, প্রফুল্ল কুমার গুপ্তের পূর্বোক্ত(গ্রন্থ এবং তারানাথ রায়, বিপ্-বী আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ সমাচার, শারদ সংকলন, বহরমপুর, ১৯৫১।

২০। তারাপদ গুপ্তের সা(াৎকার, প্রফুল্ল কুমার গুপ্তের পূর্বোক্ত(গ্রন্থ এবং রাজা বিজয় সিং বিদ্যামন্দিরের প্-্যাটিনাম জুবিলি উপল(্যে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ, জিয়াগঞ্জ, ১৯৭৭।

২১। ত্রিদিব চৌধুরী লিখিত পূর্বোক্ত(প্রবন্ধ, প্রফুল্ল কুমার গুপ্তের পূর্বোক্ত(গ্রন্থ(তারাপদ গুপ্তের সা(াৎকার এবং বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজ সেন্টেনারী কমেমোরেশন ভলিউম, ১৮৫৩-১৯৫৩, বহরমপুর।

২২। উপরোক্ত(গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী

২৩। ঐ।

২৪। প্রফুল্ল কুমার গুপ্তের পূর্বোক্ত(গ্রন্থ।

২৫। হোম (পলিটিক্যাল) ফাইল নং-৭৯/১৯৩০, গভর্নমেন্ট অব্ বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, কলকাতা, প্রসিকিউশন এ্যান্ড ট্রায়াল বাই স্পেশাল ট্রাইবুনাল অফ নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ও অন্য ২৬ জন , কলাবাগান বোম কেস, আলিপুর, কলকাতা, সুমিত সরকার, মডার্ন ইন্ডিয়া (১৮৮৫-১৯৪৭) নিউদিল্লী, ১৯৮৪।

২৬। হোম (পলিটিক্যাল) ফাইল নং- ৫৬২, ১৯৩২, সিরিয়াল নং-১০, গভর্নমেন্ট অব্ বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, কলকাতা, এবং ত্রিদিব চৌধুরীর পূর্বোক্ত(প্রবন্ধ।

২৭। সুমিত সরকার, মডার্ন ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত(, গঙ্গাধর অধিকারী, ডেভেলপমেন্ট অব্ আইডিওলজি অব্ দি ন্যাশানাল রেভোলিউশনারিস, কল্পনা যোশী সম্পাদিত চ্যালেঞ্জ, নিউদিল্লী, ১৯৮৪, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য , অরিজিন অব্ দি আর.এস.পি., কলকাতা, ১৯৮২, এল.পি. সিং, লেফট্ উইং ইন ইন্ডিয়া, পাটনা, ১৯৬৫, গৌতম চট্টোপাধ্যায় , (শ বিপ্-ব ও বাংলার মুক্তি(আন্দোলন(মণীষা কলিকাতা ১৯৬৭।

২৮। ঐ

২৯। ডঃ বিষাণ কুমার গুপ্ত, পূর্বোক্ত(, সনৎ কুমার রাহা কমিউনিষ্ট আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ - ১ম খণ্ড(ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত(গ্রন্থ এবং তারাপদ গুপ্তের সা(াৎকার।

৩০। ঐ

৩১। অরবিন্দ ভট্টাচার্য, মুর্শিদাবাদে স্বদেশী আন্দোলন প্রসঙ্গে, বিশেষ সংখ্যা - 'গণকণ্ঠ', বহরমপুর ১৩৮৯বঙ্গাব্দ। ১৯৩৮ সালে বি.পি.এস.এফ. এর প্রথম জেলা সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির লিখিত ভাষণ(১৯৪৭এ নিখিল বঙ্গ ছাত্র সংগঠনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পরমেশ রায়চৌধুরীর লিখিত ভাষণ। গৌতম চট্টোপাধ্যায় , স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ, কলকাতা, ১৯৮০। বারীন রায়, ছাত্র আন্দোলনের ধারা, কলকাতা ১৯৫১, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, কলকাতা, ৪-৮-১৯৩৮।

৩২। তারাপদ গুপ্ত, সনৎ রাহা, নরেন বি(াস ও সবিতা শেখর রায়চৌধুরীর সা(াৎকার। 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট ' ন্যাশনাল অরগ্যান অফ দি সি.পি.আই., বোম্বে, ৩-৯-১৯৩৯। বিজয় কুমার গুপ্ত, বেলডাঙ্গার উল্লেখযোগ্য কৃষক সম্মেলন, চলোর্মি (দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা), বেলডাঙ্গা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ রসুল আব্দুল্লা রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ। সোমেন্দ্রনাথ বোস, সরকারী ফাইল-এ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা ১৯৭৮।

৩৩। 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট ' বোম্বে, ৩-৯-১৯৩৯।

৩৪। ঐ এবং সনৎ কুমার রাহার পূর্বোক্ত(গ্রন্থ।

৩৫। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, কলকাতা, এবং সনৎ কুমার রাহার সা(াৎকার।

৩৬। সনৎ কুমার রাহা, পূর্বোক্ত(গ্রন্থ এবং বিজয় কুমার গুপ্ত , শতবর্ষের আলোকে বহরমপুর পৌরসভা, বহরমপুর, ১৯৭৮।

৩৭। বিজয় কুমার গুপ্ত, মহম্মদ ফয়েজুদ্দিন ও অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচীর সা(াৎকার। নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শি(ক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার রজত জয়ন্তী সম্মেলন উপল(প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ, বহরমপুর, ১৯৭৪ এবং সুনীল সেন , অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাগল ইন বেঙ্গল (১৯৪৬-৪৭), নিউদিল্লী, ১৯৭২।

৩৮। ব্রজভূষণ গুপ্তের জীবনকথা, পূর্বোক্ত(এবং শশাঙ্ক শেখর সান্যালের সা(াৎকার।

৩৯। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল ইলেক্টোরাল পলিটিক্স এ্যান্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল (১৮৬২-১৯৪৭), নিউদিল্লী, ১৯৭২।

৪০। প্রসিডিংস অফ দি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল (১৯৩০-৩৬), ভলিউম-৩৫,৩৬,৩৯।

৪১। অমলেন্দু দে, পাকিস্থান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৭২ এবং মুর্শিদাবাদ নিউ প্যালেস এ র(ত নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ আলী মীর্জার মুদ্রিত আবেদন পত্র।

৪২। পূর্বোক্ত(।